ভোরের কাগজ

MAY 29 2002

ঢা.বি শিক্ষক সমিতির তলবি সভা নিয়ে দুপক্ষের তীব্র বিতণ্ডা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পূর্ব নির্ধারিত তলবি সাধারণ সভার বৈধতা প্রশ্নে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামাত সমর্থক সাদা দল এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দলের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা ও হইচই, চিৎকার, চেঁচামেচি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ধরনের তলবি সভা আহ্বানের ঘটনা এটাই প্রথম বলে জানা যায়।

নীল দল শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গতকালের তলবি সভাকে শিক্ষক সমিতির তলবি সভা হিসেবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে। অপরদিকে সাদা দলের শিক্ষকগণ ঐ একই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তলবি সভাকে শিক্ষক সমিতির তলবি সভা হিসেবে গণ্য করতে অস্বীকার করে।

সভাপতি ছাড়াই উভয় দলের শিক্ষকগণ দীর্ঘ দুঘণ্টা নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা চালান। এ সময় মাঝে মধ্যেই উভয় দলের কয়েকজন শিক্ষক উচ্চস্বরে চিৎকার করে নিজেদের পক্ষে কথা বলতে থাকেন। এ সময় সাদা দলের অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম এবং মাহমুদুল আমিন চৌধুরী সভা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে ক্রুদ্ধ স্বরে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

প্রসঙ্গত, গত ১০ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলত নীল দলের ৩৬ জন শিক্ষক দেশের সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য শিক্ষক সমিতি বরাবরে আবেদন জানান। আবেদনের ১ মাস পর শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ গত ৫ মের সভায় সে আবেদন অগ্রাহ্য করে সভা আহ্বান না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ অবস্থায় নীল দলের ২৭ জন শিক্ষক তলবি সাধারণ ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

ঢা.বি শিক্ষক সমিতির তলবি সভা

● শেষের পাতার পর

সভা আহ্বানের আবেদন জানালে শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ সে আবদনেও সাড়া দেননি।

এ অবস্থায় উক্ত শিক্ষকবৃন্দ গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব মিলনায়তনে তলবি সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন।

গতকালের সভায় সাদা দলের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের ঢা.বি. শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইউসুফ হায়দার গতকালের তলবি সভাকে শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র বহির্ভূত আখ্যা দিয়ে বলেন, এ সভার সঙ্গে সমিতির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। অপরদিকে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নীল দলের শরীফউল্লাহ ভুঁইয়া বলেন, গঠনতন্ত্রের ৮ (খ)-এর (১) ধারা অনুযায়ী এ সভা আহ্বান করা হয়েছে। কাজেই সভা শিক্ষক সমিতির ব্যানারেই অনুষ্ঠিত হবে। তিনি অধ্যাপক ইউসুফ হায়াদারকে সভার সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানালেও তিনি তাতে রাজি হননি।

প্রসঙ্গত, গঠনতন্ত্রের ৮ (খ)-এর (১) ধারায় রয়েছে : অনূর্ধ্ব ২৫ জন সদস্যের স্বাক্ষরসহ লিখিতভাবে তলব করা হলে সাধারণ সম্পাদক ন্যূনতম দুদিনের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। (খ)-এর (২) ধারায় রয়েছে : যদি সাধারণ সম্পাদক তলবি সভার আবেদনে প্রদত্ত তারিখে সভা আহ্বানে অপরাগ হন তবে নতম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে রণ সদস্যদের অবগত করে রীগণ উক্ত সভা অনুষ্ঠিত করতে